পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লার নামে

মাননীয় স্পীকার

আমি আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে **সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯** এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পীকার

০২। আপনি জানেন, দেশের আর্থ-সামাজিক নানা সাফল্য নিয়ে শুরু হয়েছে ২০১৫-১৬ অর্থবছর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও দুরদর্শী নেতৃত্বে 'রূপকল্প- ২০২১'কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে উন্নয়নের যে অভিযাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম তারই ফলস্বরূপ বাংলাদেশ আজ সামিল হয়েছে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শেষ হওয়া ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আর্থ-সামাজিক অর্জনসমূহের বিষয়ে আপনি অবগত আছেন। এ সময়ে লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয়েছে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে। ক্রমশ কমতে থাকা মূল্যস্ফীতি, নিম্নমুখী সুদের হার, স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় হার, উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, দক্ষ ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তি, লিঙ্গসমতা, পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে হয়েছে প্রশংসনীয় অগ্রগতি। অন্যান্য নিয়ামকের পাশাপাশি কর্মসৃজন ও প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধিতে দারিদ্র ও অসমতা কমেছে এবং সামাজিক অনান্য সূচকসমূহে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। এ সকল অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০) বাস্তবায়নে যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যে সুদৃঢ় ভিত রচিত হয়েছে তাতে আমার বিশ্বাস, সরকারের সুদক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ২০৪১ নাগাদ আমরা পরিণত হবো উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে।

মাননীয় স্পীকার

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রভাব দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল স্পর্শ করেছে। সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উৎকর্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পেয়েছেন জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সন্মননা 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পদক। অনন্য সাধারণ এই অর্জনের ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'ফরেন পলিসি' সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ১০০ চিন্তাবিদের

তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নাম। জলবায়ু পরবির্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার জন্য এই তালিকার 'ডিসিশন মেকার্স' ক্যাটাগরিতে তাঁর অবস্থান রয়েছে বিশ্বের শীর্ষ ১৩ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে। এছাড়া, জনগণের কল্যাণে সর্ব পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তি সেবার বিস্তারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন আর্ন্তজাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের 'ICT Sustainable Development Award,' যা জাতির জন্য বয়ে এনেছে অনন্য সম্মান।

মাননীয় স্পীকার

০৪। আমরা মনে করি আমাদের সরকারের সম্পাদিত কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার যে ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গ্রহণ করেছে, নানামুখী বাঁধা সত্ত্বেও তা ক্রমশ যৌক্তিক ও প্রত্যাশিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক মূল্যে কেনা স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিকে এই দায় থেকে মুক্ত করতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

মাননীয় স্পীকার

০৫। এ পর্যায়ে আমি চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। সাময়িক হিসেবমতে বিগত ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৫১ শতাংশ, যা সমতুল্য দেশগুলোর একই সময়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় উচ্চতর। চলতি অর্থবছরে আমরা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি ৭.০ শতাংশ। বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগের গতি শ্লথ হলেও অব্যাহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিদ্যুৎ- জ্বালানি- পরিবহনসহ ভৌত অবকাঠামো খাত ও দক্ষতা উন্নয়নে আমাদের চলমান উদ্যোগ, সর্বোপরি অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করবে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভর্তুকি ব্যয় কমেছে। ফলে, অগ্রাধিকার খাতে সম্পদ সঞ্চালনের বাড়তি পরিসর (Fiscal Space) তৈরি হচ্ছে, সহজতর হয়েছে ব্যয় ব্যবস্থাপনার কাজটি। একই সাথে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অনুকূল পরিবেশ অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সচল রেখেছে। তৈরিপোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ পরিস্থিতি ও কর্ম পরিবেশের উন্নয়নে রপ্তানিখাতে গতিশীলতা সৃষ্টির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রবাস নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রবাস আয় বাড়াবে। তদুপরি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রক্ষেপণেও প্রবৃদ্ধির আশাব্যঞ্জক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

০৬। সার্বিকভাবে, প্রথম প্রান্তিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সংক্রান্ত কিছু তথ্য- উপাত্ত মহান সংসদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি। ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়-

- ✓ এনবিআর কর রাজস্ব (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যমতে) আদায় ২৮ হাজার ২১৯ কোটি টাকা হতে ৯.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ হাজার ৯২৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে

- ✓ মোট সরকারি ব্যয় ৩৬ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা হতে ১.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ হাজার ১২৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে
- ✓ রপ্তানি আয় ৭ হাজার ৬৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বেড়ে ৭ হাজার ৭৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে
- ✓ আমদানি ঋণপত্র নিষ্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১.৩২ শতাংশ
- ✓ ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ বেড়েছে ১২.৮৮ শতাংশ (সেপ্টেম্বর ১৪ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর ১৫)
- ✓ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রায় ২৬.৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে
- ✓ ১২ মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর ৭.২ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে ৬.২ শতাংশে নেমে এসেছে

মাননীয় স্পীকার

০৭। চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতেই আমি নজর দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির ওপর। এরপর, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র এ মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, চলতি অর্থবছরের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। প্রতিবেদনের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রান্তিকে সরকারের আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তথ্যাদি।

রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

অর্থবছর ২০১৪- ১৫

০৮। ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা (জিডিপি' র ১০.৮ শতাংশ)। অর্থবছর শেষে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা (জিডিপি' র ৯.৬ শতাংশ), যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৯.৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১৩- ১৪ অর্থবছরের তুলনায় এ রাজস্ব আহরণ প্রায় ৪.০ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

০৯। চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.১৪ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৩৮ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা, যা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ১৮.৪ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রার এক পঞ্চমাংশের চেয়েও কম রাজস্ব আহরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার

সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

অর্থবছর ২০১৪- ১৫

১০। ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.৮ শতাংশ)। এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৭৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৭ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৮৭.৫ শতাংশ এবং ২০১৩- ১৪ অর্থবছরের তুলনায় ৮.৪ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৭৯.৪ শতাংশ, যা ২০১৩- ১৪ অর্থবছরের এডিপি ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ৭.৭ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৩ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৫ শতাংশ), যা ২০১৩- ১৪ অর্থবছরের তুলনায় ৮.২ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: প্রথম প্রান্তিকের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১১। চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.২ শতাংশ)। এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৫ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৯৭ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৭ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৭ হাজার ১২৪ কোটি টাকা (বাজেটের ১২.৬ শতাংশ)। এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ২৯ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা (বাজেটের প্রায় ১৪.৯ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় মোট ব্যয় ১.৬ শতাংশ এবং এডিপি ব্যয় ১০.৪ শতাংশ বেড়েছে তবে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ০.৪ শতাংশ কমেছে।

মাননীয় স্পীকার

১২। আপনি জানেন, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে ৭ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, দাতা গোষ্ঠী ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও বৃহৎ প্রকল্পগুলোর অগ্রগতির নিয়মিত পরিবীক্ষণের ওপর জোর দিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে আটটি বৃহৎ প্রকল্পের (পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প ও পায়রা সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি 'Fast Track Project Monitoring Committee' গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, বৈদেশিক সহায়তা ছাড়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নেও আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

অর্থবছর ২০১৪- ১৫

১৩। ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল জিডিপি' র ৫.০ শতাংশ (অনুদান ব্যতীত)। অর্থবছর শেষে মোট বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় জিডিপির ৩.৮ শতাংশে। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি' র ০.৪ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি' র ৩.৪ শতাংশ অর্থের সংস্থান করা হয়।

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত

১৪। চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮৬ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি' র ১.৭ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি' র ৩.৩ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি, ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। এছাড়া জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে সরকারি ঋণের স্থিতি ৩৫.০ শতাংশ, যা অত্যন্ত সহনীয়। সার্বিকভাবে, সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনায় আমাদের অবস্থান বেশ ভালো।

মাননীয় স্পীকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৫। প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণের ধারা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। মুদ্রা খাতের চলকসমূহের মধ্যে প্রথম প্রান্তিক শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৩ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৫ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৯ শতাংশ। একই সময়ে সরকারি খাতে নিট ঋণ গ্রহণ হ্রাস পেয়েছে ১.৪ শতাংশ। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৯ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.২ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ আর্থিক নীতি বিবৃতিতে ডিসেম্বর, ২০১৫ নাগাদ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১৫.০ ও ১৬.৫ শতাংশ। নিট অভ্যন্তরীণ ঋণসহ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের উপাদানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতি'র লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে।

১৬। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা হতে মোট ৭ হাজার ৪৮ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করেছে, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ১৮.৩ শতাংশ। এসময়কালে ব্যাংক ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তারল্য বিদ্যমান থাকায় সরকারের এই ঋণগ্রহণ ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪৫ শতাংশ।

১৭। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমরা ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ১৫ হাজার ৯৭৮ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছি, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১০৩ শতাংশ। এ ছাড়াও, বিআরডিবি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৭১০ কোটি ৭৩ লাখ টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে। চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই খাতে ১৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্য রয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে এই লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১৯.৫ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৩ হাজার ০৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নিজস্ব অর্থায়নে যথাক্রমে ৩০ কোটি টাকা এবং ৬৭৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

সুদের হার

১৮। প্রথমেই বলতে চাই সুদের হার নিধার্রণে এখন আমরা কোন নির্দেশনা প্রদান করি না। বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে এই হার নির্ধারিত হয়। তবে কৃষি বা রপ্তানিসহ কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে সুনিদির্ষ্ট কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সুদের হার ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিই। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত সুদের হার এবং সুদের হারের ব্যবধান (interest spread) হ্রাস পাওয়ার ধারা অব্যাহত আছে। এটি অভ্যন্তরীণ

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) প্রথম প্রান্তিক শেষে ৬.৭ শতাংশে নেমে এসেছে, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৭.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ব্যাংক ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর ১২.৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে ১১.৫ শতাংশ হয়েছে। সার্বিকভাবে, আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান কমে সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তারল্য বিদ্যমান থাকায় কলমানি রেট জানুয়ারি ২০১৫ এর ৮.৬ শতাংশ হতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে ৫.৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

মূল্যস্ফীতি

১৯। আপনি জানেন, মূল্যস্ফীতির ওপর দেশের জনগণের জীবনমান অনেকখানি নির্ভর করে। তাই মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমরা শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিলাম। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে ১২ মাসের গড় ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ৬.২ শতাংশে নেমে এসেছে, যা এ অর্থবছরের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার সমান। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৭.২ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাস শেষে বার মাসের গড় ভিত্তিক খাদ্য ও খাদ্যপণ্য- বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৩ এবং ৬.২ শতাংশ বিগত বছরে যা ছিল যথাক্রমে ৮.৫ এবং ৫.৩ শতাংশ। কৃষিখাতের সন্তোষজনক উৎপাদন, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস, স্বাভাবিক সরবরাহ পরিস্থিতি এবং সরকারের দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। আমার বিশ্বাস সামনের দিনগুলোতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং বছর শেষে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই থাকবে।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

২০। বহিঃখাতের আলোচনার শুরুতেই রপ্তানিখাতের সাম্প্রতিক গতিধারা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি খাতের অর্জিত প্রবৃদ্ধি ০.৮ শতাংশ। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক দ্রব্যাদি, কাঁচাপাট, ওভেন গার্মেন্টস এবং রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হলেও পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত), চা, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, নিটওয়্যার এবং কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে রপ্তানিখাতে শ্রীঘ্রই গতি সঞ্চার হবে বলে আশা করা যায়।

২১। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে আমদানি ব্যয় হয়েছে ১০ হাজার ১৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৫ শতাংশ কম। মূলত আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রাথমিক পণ্যের মূল্য কম থাকায় আমদানি বাবদ ব্যয় সামগ্রিকভাবে কমেছে। তবে, সামগ্রিক আমদানি ব্যয় কমলেও এসময়ে মূলধনি যন্ত্রপাতি এবং তৈরিপোশাক খাতের কাঁচামাল বাবদ আমদানি ব্যয় বেড়েছে যা আগামী দিনগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে।

রেমিট্যান্স

২২। বিগত অর্থ বছরের শেষ প্রান্তিক হতে চলতি অর্থবছরের আগষ্ট পর্যন্ত প্রবাস নিয়োগের ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধির প্রভাবে প্রবাস আয় প্রবাহও হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট প্রবাস আয় এসেছে ৩ হাজার ৯৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থ বছরের একই সময়ে যা ছিল ৪ হাজার ১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২৩। সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান ও কাতারে জনশক্তি রপ্তানি আশাব্যাঞ্জক হলেও মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও লেবাননে জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস উদ্বেগ তৈরি করছে। সরকারের কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন অপ্রচলিত বাজারে আমাদের জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে। এছাড়া, প্রবাস আয়ের বহি: প্রবাহ রোধ এবং প্রবাস আয় পাঠানোর ব্যয় হ্রাস করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপরও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।

লেনদেন ভারসাম্য, রিজার্ভ ও বিনিময় হার

২৪। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় বাণিজ্যের ভারসাম্যে উন্নতি হওয়ায় চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে অনুকূল অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে ৮ (আট) মাসের অধিক সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। একইসাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারও স্থিতিশীল রয়েছে, যা রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের জন্য সহায়ক। সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি পরিস্থিতির প্রত্যাশিত উন্নতি, প্রবাস- আয়ের প্রবৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগের ক্রমপ্রসার ও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সার্বিক রিজার্ভ পরিস্থিতি ও মুদ্রা বিনিময় হার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অনুকূল থাকবে বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২৫। চলতি অর্থবছরের বাজেটটি এই মেয়াদে আমাদের সরকারের দ্বিতীয় বাজেট। আমাদের বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহ এবং এই অর্থবছরে নতুনভাবে শুরু করা কার্যক্রম সমূহের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত অগ্রগতির একটি চিত্র আপনাদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি।

২৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা- মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলতে গেলে শুরুতে বলতে হবে শিক্ষাখাতের কথা। বিগত মেয়াদে শুরু করা বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মেয়াদেও আমরা গ্রহণ করেছি নানামুখী পদক্ষেপ। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর। শিক্ষাকে কর্মমুখী করতে দেশের ও বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে ইমার্জিং টেকনোলজি/ ট্রেড অন্তর্ভুক্ত করে সকল কারিকুলাম পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার কাজ হাতে নিয়েছি। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। বিশেষ করে, নারীদের কারিগরি শিক্ষায় অধিক হারে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে হাতে নিয়েছি প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন প্রকল্প। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১১৮টি প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট নির্মাণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বরিশাল, রাঙ্গামাটি ও গোপালগঞ্জে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। চলমান রয়েছে সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ। এছাড়া, মুলধারার সাথে সঙ্গতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পাঠসূচি চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য- সকলের জন্য মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে স্বাস্থ্যখাতে আমরা যুগোপযোগী ও বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছি। এর ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ ও ৬ অর্জিত হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা ৫ অর্জনের পথে রয়েছে। সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৫ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে আমরা রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ১৩ হাজার ৩৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি এবং আরো ৪৮২টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে নীতি প্রণয়নেও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছি। 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫' জারি করা হয়েছে। এছাড়া, 'রোগী সুরক্ষা আইন,

২০১৪', 'বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা আইন, ২০১৪' এবং 'স্বাস্থ্য সেবাদানকারী আইন, ২০১৪' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৫.২ ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি- আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট। ২০২১ সালের মধ্যে আরো ১৭ হাজার ৩৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০১৮ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতার অন্তত ৮০ শতাংশ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। বর্তমানে বিদ্যুতের প্রকৃত সরবরাহ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৭০ শতাংশ। আমরা গত মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতে স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছিলাম। এতে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ সমস্যা অনেকটাই দূর হয়েছে।

বর্তমানে আমরা দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের পাশাপাশি কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সরকারি- বেসরকারি, যৌথ বিনিয়োগ এবং ইসিএ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে রামপাল, মাতারবাড়ি, মহেশখালী এবং পটুয়াখালীতে মোট ৮ হাজার ৬৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস এবং হাইড্রো এনার্জি ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে বর্তমানে ৪১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং আরো ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি আমরা আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছি। এর আওতায় ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনা হচ্ছে এবং আরো ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমার এর সাথে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সকলের কাছে পৌঁছাতে ১০ হাজার কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো- যোগাযোগ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক পথ, রেলপথ, নৌ- পথ এবং আকাশপথ বিবেচনায় নিয়ে আমরা সমন্বিত পরিবহন নীতি বাস্তবায়ন করছি। নতুন সড়ক নির্মাণের পরিবর্তে বিদ্যমান সড়কের সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছি। যোগাযোগ খাতে বর্তমানে চলমান ১০৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি ব্যতীত সকল প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান সড়কসমূহের সম্প্রসারণ বা মানোন্নয়নের কাজ চলছে। চলমান অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে ইতোমধ্যে বরিশাল- পটুয়াখালী- কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল ও শেখ

রাসেল সেতু নির্মাণ এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। যানজটমুক্ত ঢাকা শহর গড়ে তুলতে উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT-6 Line এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর কাজ চলমান আছে।

সড়ক পথের পাশাপাশি আমরা রেলপথের পুনর্জাগরণের কৌশল গ্রহণ করেছি। যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুর উত্তরে একটি ডুয়েল গেজ ডাবলট্র্যাক সম্পন্ন রেল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু করা হয়েছে। এছাড়া, রেলপরিবহনের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০টি মিটারগেজ এবং ৫০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কাজ এগিয়ে চলছে।

২৫.৩ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

কৃষিবান্ধব নীতিকৌশলের প্রভাবে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, নিজেদের চাহিদা পূরণ করে আমরা কৃষিপণ্য রপ্তানি করছি। এ অর্জনকে ধরে রাখতে আমরা কৃষি খাতে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা, কৃষি উপকরণ সহায়তা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান, কৃষকদের ডাটাবেইজ তৈরিকরণ, কৃষকদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ সহায়ক পরিবেশ সৃজন, জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, বীজ সরবরাহ ইত্যাদির কার্যক্রম চলমান রেখেছি। এছাড়া, উন্নত কৃষি গবেষণার ওপর আমরা জোর দিয়েছি। এর আওতায় উচ্চফলনশীল শস্যের জাত উদ্ভাবন, অভিযোজন কৌশল ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং লবণাক্ততা, জলমগ্নতা ও খরাসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনসহ সার্বিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২৪.৪ জনকল্যাণ

কৃষিখাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও দক্ষ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কল্যাণে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা ইতোমধ্যে ২০ লক্ষ ৯ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছি। আপদকালীন সময়ের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বিলি এবং খোলা বাজারে আটা বিক্রির কাজও অব্যাহত আছে। নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ৭০টি 'বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত' গঠন করা হয়েছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন পূরণে আমরা বাস্তবায়ন করছি 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প। এর আওতায় এ পর্যন্ত ২১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯২৬টি পরিবারকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ১৭০.৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে প্রায় ২ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা। আশা করছি, এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ১ কোটি পরিবার তথা ৫ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হবে। এছাড়া, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়াতে উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা ও কার্যক্রমের লক্ষ্যাভিমুখী সম্প্রসারণের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসের ওপর।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে আমরা নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি। চলতি অর্থবছরের বাজেটের সাথে আমরা প্রকাশ করেছিলাম 'শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা' প্রতিবেদনটি। এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিশুদের চাহিদা পূরণ, অধিকার ও কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ওপর আমরা জোর দিয়েছি।

২৫.৫ প্রবাসী কল্যাণ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাস আয়ের অব্যাহত গুরুত্বের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জনশক্তি রপ্তানি ও অভিবাসীদের কল্যাণ সাধনের ওপর আমরা জোর দিয়েছি। অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম দূর করার লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীদের স্বল্পসুদে অভিবাসন ঋণ, অনলাইন ব্যাংকিংসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ২ হাজার ২ শত ৩২ জন কর্মীকে মাত্র ৯ শতাংশ সরল সুদে ২০.৬ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বিএমইটি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছুদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, আমাদের সরকারের সময়ে স্থাপিত ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

শ্রম বাজার সম্প্রসারণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানের জন্য মন্ত্রণালয়ে শ্রম বাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে আমরা ১১টি নতুন দেশে শ্রম উইং চালু করেছি। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ হতে কর্মী গমণকারী দেশের সংখ্যা ১৬০টি তে উন্নীত হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে জি- টু- জি পদ্ধতিতে বোয়েসেলের মাধ্যমে মাত্র ৮৫০ মার্কিন ডলার ব্যয়ে কোরিয়াতে এবং ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে জর্ডানে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে এবং ২৪ হাজার থেকে ২৭ হাজার

টাকা ব্যয়ে মালেশিয়াতে কর্মী প্রেরণ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এছাড়া বিনা খরচে জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে, এর পাশাপাশি পুরনো শ্রমবাজারসমূহে জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করতে সরকারি সংশ্লেষের সাথে সাথে বেসরকারি খাতের বিকাশকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

২৫.৬ শিল্প খাত

আমরা ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। এলক্ষ্যে শিল্পায়নের উত্তম পরিবেশ নিশ্চিতকরণে নীতি ও আইন প্রণয়ন, শিল্প নগরী স্থাপন ও সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের চামড়া শিল্পসমূহকে সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর তীরে ২০০ একর জমিতে গড়ে তোলা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ১৪৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন, ডাম্পিং ইয়ার্ড প্রভৃতি নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। শিল্পখাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ৩২ সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ, পিকেএসএফ এবং ৯টি শিল্প সংগঠনের মাধ্যমে উন্নত ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০,০০০ এর বেশি প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

মাননীয় স্পীকার

২৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বে সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্যানুযায়ী কর্মকৌশল প্রণয়ন আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পথকে সহজ ও স্থিতিশীল করেছে। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহে মূলত দেশের আপামর জনগণের স্বপ্নেরই প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে, উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় আমরা সাথে পেয়েছি দেশের কর্মমুখী, উদ্যোগী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং অভিঘাত সহিষ্ণু জনসাধারণকে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক সূচকসমূহে প্রশংসনীয় সাফল্য এনেছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শেষে শুরু হয়েছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। অন্যদিকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য প্রদর্শনের পর বর্তমানে আমরা গ্রহণ করেছি 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' (Sustainable Development Goals 2016- 30) এর সাথে।

মাননীয় স্পীকার

ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ধরে অনেক সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সূচনা হয়েছে ২০১৫-১৬ অর্থবছর। বছরের শুরু থেকেই সচল আছে অর্থনীতির চাকা, সরকারের প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীল রয়েছে সামষ্টিক অর্থনীতির সকল খাত, আছে রাজনৈতিক সুস্থিতি। বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সৃজিত হচ্ছে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ। অন্যদিকে, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসার ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে জনগণের জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা, বহিঃবিশ্বের সাথে সম্পৃক্ততায় প্রসারিত হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনবোধে আসছে ইতিবাচক পরিবর্তন। সব মিলিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত, সুষম, সমৃদ্ধ ও মর্যাদপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনের যে স্বপ্ন আমরা রচনা করেছি তা বাস্তবায়নের এখনই অনুকূল সময়। এই সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন আপনাদের সকলের নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব আর দেশের মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ হবে 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'। আমার বিশ্বাস বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান অগ্রগতি অচিরেই আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার দৃপ্ত লক্ষ্যমাত্রা ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

পরিশিষ্ট

২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আদায়

সারণি ১: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫		২০১৫- ১৬	জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে আয়		২০১৫- ১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	**১,৬৩,৩৭১ |১০.৮|**	**১,৪৫,৯৬০ |৯.৬৪|**	**২,০৮,৪৪৩ |১২.১৪|**	**৩৪,৭৮৫** (- ৪.০)	**৩৮,২৭৮** (১০.০৪)	**১৮.৩৬**
কর রাজস্ব	১,৪০,৬৭৬ |৯.৩|	১,২৮,৭৮০ |৮.৫১|	১,৮২,২৪৪ |১০.৬২ |	২৮,২৮৯ (৯.৫)	৩১,২৯৩ (১০.৬)	১৭.১৭
এনবিআর	১,৩৫,০২৮ |৮.৯|	১,২৩,৯৬০ |৮.১৯|	১,৭৬,৩৭০ |১০.২৭|	২৭,১৯১ (৯.৭)	২৯,৮৯৯ (৯.৯৫)	১৬.৯৫
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৫,৬৪৮ |০.৩৭|	৪,৮২০ |০.৩|	৫৮৭৪ |০.৩|	১,০৯৮ (৫.৪)	১,৩৯৫ (২৭.০৪)	২৩.৭৫
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২,৬৯৫ |১.৫|	১৭,১৮০ |১.১৩|	২৬১৯৯ |১.৫৩|	৬,৪৯৬ (- ৩৭.৬)	৬,৯৮৩ (৭.৫)	২৬.৬৫

উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৪৫,৯৬০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৯.৩ শতাংশ;
- চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৩৮,২৭৮ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ১৮.৩৬ শতাংশ;
- ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর- কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ৯.৯৫ শতাংশ, এনবিআর- বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ২৭.০৪ শতাংশ;

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কর- বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৬,৯৮৩ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৫ শতাংশ বেশি।

লেখচিত্র-১:
রাজস্ব আয় (জুলাই-সেপ্টেম্বর)
কোটি টাকা

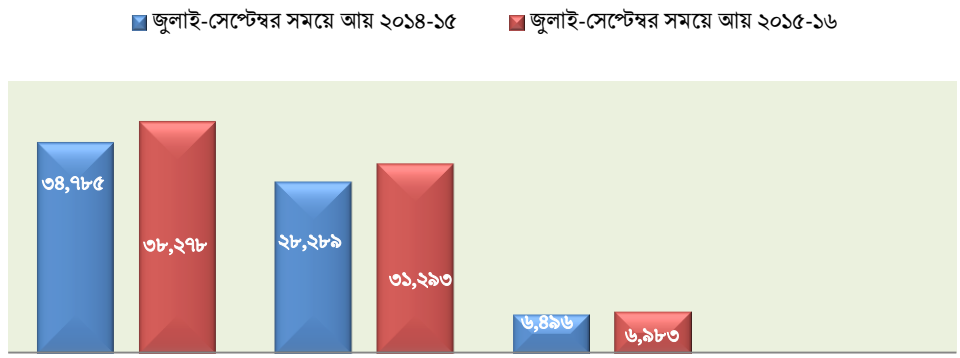

ক.২ এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫ (প্রকৃত)	জুলাই- সেপ্টেম্বর (প্রকৃত)		জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬	২০১৫- ১৬
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৪০,৭১২	৮,৪৮৯	৮,৯৮৯	৫.৯
মূল্য সংযোজন কর	৪৫,৩৫০	১০,১০৫	১১,৪২৯	১৩.১
আমদানি শুল্ক	১৪,৮৯৩	৩,৫৩৬	৩,৭৬৩	৬.৪
রপ্তানি শুল্ক	৪	০	১১	-
আবগারি শুল্ক	৯৯৯	৪৭	১১৫	১৪৫
সম্পূরক শুল্ক	২১,০৮০	৪,৮২৬	৫,৩৬৮	১১
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৯২১	১৮৮	২২৪	১৯
মোট	১,২৩,৯৬০	২৭,১৯১	২৯,৮৯৯	১০

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ শতাংশ।

লেখচিত্র ২: ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আহরিত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন খাতের অবদান

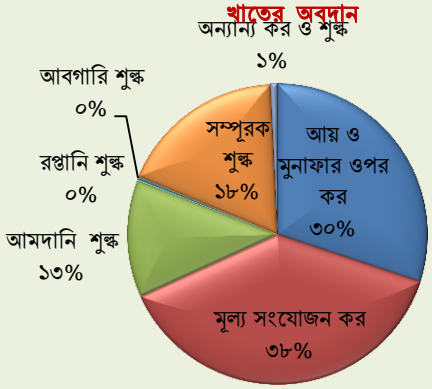

ক.৩ এনবিআর - কর রাজস্ব আদায়

সারণি ৩: এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৫-১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত আদায়	সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত আদায়	সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়ের প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	১৮৮৩৭.৮০	৩৬০২.৮৯	৩৭৬৫.৪১	৪.৫১	২০
ভ্যাট (আমদানী পর্যায়ে)	২১৫১৮.২০	৪১৬৫.৯২	৪৫৬৮.৪২	৯.৬৬	২১
সম্পূরক শুল্ক(আমদানী পর্যায়ে)	৬১৪২.৭৫	১৩৩০.৬৬	১৫২৩.৬৯	১৪.৫১	২৪.৮
রপ্তানি শুল্ক	৩৭.২৫	১২.৮০	১১.১৫	- ১২.৮৯	৩০
উপমোট-	৪৬৫৩৬.০০	৯১১২.২৭	৯৮৬৮.৬৭	৮.৩০	২১
আবগারি শুল্ক	১২৪৪.৫১	৪১.৭৮	১১৮.৫৩	১৮৩.৭০	৯.৫
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	৪২৯০৮.২৯	৬৯২৮.০২	৭৫৭১.০৩	৯.২৮	১৭.৬
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৯৭৪২.৭৬	৩৪৯৪.৮৮	৩৮০৭.৩২	৮.৯৪	১৯.৩
টার্ন ওভার ট্যাক্স	৬.৪৫	০.৮৯	১.০২	১৪.৬১	১৫.৮
উপমোট-	৬৩৯০২.০০	১০৪৬৫.৫৭	১১৪৯৭.৯০	৯.৮৬	১৮
আয় কর	৬৪৭০১.০০	৮৪৩৬.০২	৯৩৪৫.৭৭	১০.৭৮	১৪.৪
ভ্রমণ কর	১২৩১.০০	২০৫.৪৯	২১৫.৭৬	৫.০০	১৭.৫
প্রত্যক্ষ কর হতে মোট আয়	৬৫৯৩২.০০	৮৬৪১.৫১	৯৫৬১.৫৩	১০.৬৫	১৪.৫
সর্বমোট	১৭৬৩৭০.০০	২৮২১৯.৩৫	৩০৯২৮.১০	৯.৬০	১৭.৫

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাবমতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১৭.৫ শতাংশ আদায় হয়েছে।

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫		২০১৫- ১৬	জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়কালে ব্যয়		২০১৫- ১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট	২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট ব্যয়	২৩৯৬৬৮ |১৫.৮|	২০৩৬১৮ |১৩.৫|	২৯৫১০০ |১৭.২|	৩৬৫২৩ (১৩.৪)	৩৭১২৪ (১.৬)	১২.৫৮
অনুন্নয়ন রাজস্বসহ অন্যান্য ব্যয়	১৬৪৬৬৮ | ১০. ৯|	১৪৪০৪৭ |৯.৫|	১৯৮১০০ |১১.৫|	২৯৬৯৪ (১৪.৫)	২৯৫৮৭ (- ০.৪)	১৪.৯৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৭৫০০০ |৫.০|	৫৯৫৭০ |৩.৯ |	৯৭০০০ |৫.৭|	৬৮২৮ (৯.০)	৭৫৩৭ (১০.৪)	৭.৭৮

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর \| \| মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- গত ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ২,০৩,৬১৮ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৮৬ শতাংশ;
- চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে অনুন্নয়ন সহ অন্যান্য ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৪ শতাংশ কমেছে।
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দের ৭.৭৮ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। এই ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৪ শতাংশ বেশি।

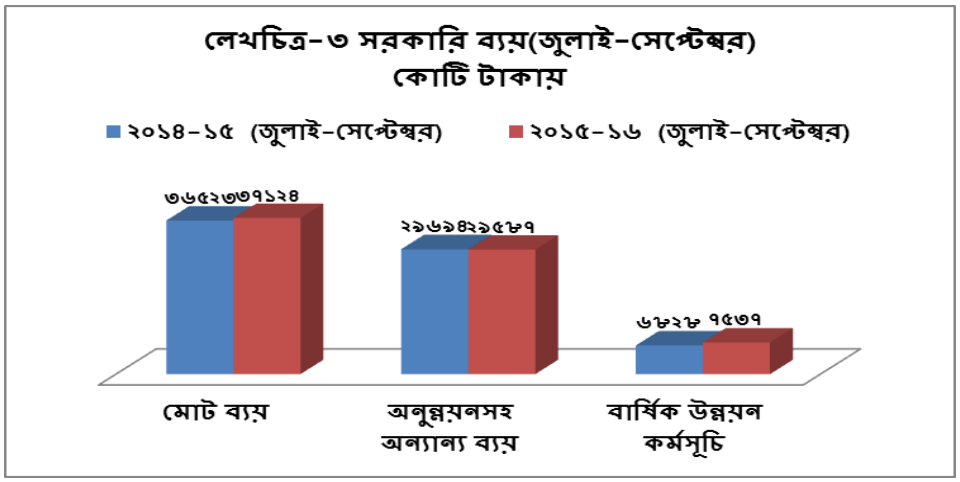

খ.২ ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	২০১৪- ১৫		২০১৫- ১৬ বাজেট	২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬	বাজেটের তুলনায় অর্জন
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়		জুলাই-সেপ্টেম্বর	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৭০০১	১৫১০৬	১৮৮৬৮	১৬০৪	১২৩৫	৬.৫
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬১৯৮	১৬১২৫	১৭১০৩	৪০২৫	৩৩৮৯	১৯.৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	৮২৮৭	৪৭০২	১৬৫০৪	৭৫১	১৫৭৫	৯.৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২৪১৭	১১৮৮৩	১৪৫০১	২৩০৪	২৮১৪	১৯.৪
কৃষি মন্ত্রণালয়	১২২৭৮	১০৩৪৫	১২৬৯৯	৬৬৪	৭৩৮	৫.৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১৫৩৮	১০৪১৪	১২৬৯৫	১৮৩৯	২১২৬	১৬.৭
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২৭৩০	১২০৯৭	১২৩৯২	২৪৩৪	৩০২৮	২৪.৪
সেতু বিভাগ	৫৩০০	৫২৯৯	৮৯৫৩	১৭৬৬	২১৬৪	২৪.২
সড়ক বিভাগ	৬৬৫৯	৬১০২	৭৯১১	৫৭৫	৩৮৮	৪.৯
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৩২৮	৪৯৬৯	৭৭১৭	৪৩৯	৫৫৬	৭.২
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	১০৭৭৩৭	৯৭০৪২	১২৯৩৪৩	১৬৪০০	১৮০১২	১৩.৯
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	১১৮৮২০	৯৩০৪৫	১৫৪৪৩৬	১৭২৫৫	১৭৫৪২	১১.৪
সর্বমোট ব্যয়	**২২৬৫৫৭**	**১৯০০৮৮**	**২৮৩৭৭৮**	**৩৩৬৫৬**	**৩৫৫৫৪**	**১২.৫**

সূত্র: আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোট: এই সারণীতে ঋণ ও অগ্রিম, খাদ্য হিসাব এবং এডিপি বহির্ভূত কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি ব্যতীত মোট বাজেট হিসাব করা হয়েছে।

২০১৫- ১৬ অর্থবছরে-

- ১০ টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের ৪৫.৬ শতাংশ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫৪.৪ শতাংশ;

২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে-

- মোট ব্যয় বাজেটের ১২.৫ শতাংশ
- ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ১৩.৯ শতাংশ
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয় ১১.৪ শতাংশ।

খ.৩ ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	২০১৫-১৬	২০১৫-২০১৬ (সর্বশেষ তথ্য, আইএমইডি)	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
	বাজেট	বরাদ্ধ (প্রকল্প সংখ্যা)	(জুলাই-সেপ্টেম্বর)	(জুলাই-সেপ্টেম্বর)	
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৪৮৫	১৬৪৮১.৮৩ (৬৬)	৭১০.২৩	৫৪০.২৪	৩.২৮
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৬৫০	১৬১৪০.৯২ (১৫৭)	২০৮১.১৬	১৮২৯.২১	১১.৩৩
সেতু বিভাগ	৮৯২১	৮৮৭১ (২)	৭৯২.৬১	৩৭৭.৬২	৪.২৬
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৫৬৭৫	৫৬৩৮.৬৪ (৯১)	২৬৫.১০	২৪৬.৬৭	৪.৩৭
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৬৫০	৫৪১০.৫৩ (৪৫)	২৪৮.১৪	২০১.৫৫	৩.৭৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৩৩১	৫১৮০.৫৬ (৫৪)	১৫৩.৫০	৬৩৯.৭৫	১২.৩৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫৪২	৫১২৫.৭০ (১১)	৬৩৬.৪৮	৬১২.৭৭	১১.৯৫
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪১৯৭	৪১২৬.৫৩ (৭৩)	৪৫৮.৯৪	৫২৫.১৮	১২.৭৩
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০৬২	২৯৬৯.৮৭ (৫০)	৮৫.২৩	৮.১৯	০.৮২
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৯৯৪	১৯৮৩.১৩ (২২)	১৯৮.৭৪	১৬.১৮	০.২৮
মোট (১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	৭১৫১৩	৭১৯২৮.৬৮ (৫৭১)	৫৬৩০	৪৯৮১.১৮	৬.৯৩

উৎসঃ আইএমইডি, আইবাস।

নোট: এই সারণীতে 'নিজস্ব অর্থায়ন প্রকল্প' ব্যতীত ব্যয় দেখানো হয়েছে।

- ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭৪.২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে ;
- প্রথম প্রান্তিকে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৬.৯৩ শতাংশ;
- অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৫.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১ বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫		২০১৫- ১৬	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬
১	২	৩	৪	৫	৬
বাজেট ভারসাম্য	- ৭৬২৯৭	- ৫৭৬৫৯	- ৮৬৬৫৭	- ১৭৩৭	১১৫৭
অর্থায়ন	৭৬২৯৭	৫৭৬৪৮	৮৬৬৫৭	১৭৪৩	- ১১৫২
বৈদেশিক	২১৫৮৩	৬৫৬৩	৩০১৩৪	- ১৬২৯	- ৯৬৩
অভ্যন্তরীণ	৫৪৭১৪	৫১০৮৫	৫৬৫২৩	৩৩৭১	- ১৮৯
ব্যাংক	৩১৭১৪	৩৭৩	৩৮৫২৩	- ৩৪	৭০৪৮
ব্যাংক বহির্ভূত	২৩০০০	৫০৭১৩	১৮০০০	৩৪০৫	- ৭২৩৭

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ।

- বাজেটে ব্যাংক উৎস হতে নিট অর্থায়নের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ৩৮,৫২৩ কোটি টাকা।

গ.২ বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি- ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫		২০১৫- ১৬	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬
১	২	৩	৪	৫	৬
নিট অর্থায়ন	২১৫৮৩	৬৫৬৩	৩০১৩৪	- ১৬২৯	- ৯৬৩
ঋণ	২৩৮৭২	১১৪৮৪	৩২২৩৯	৭৭৩	৬৪০
অনুদান	৫৬৭৪	২১৬০	৫৮০০	৭০	১১১
ঋণ পরিশোধ	- ৭৯৬৩	- ৭০৮২	- ৭৯০৫	- ২৪৭১	- ১৭১৪

উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ

- ২০১৫- ১৬ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকের নিট অর্থায়ন এবং ঋণ গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১ মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	প্রকৃত অবস্থা				বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা
	জুন ২০১৪	সেপ্টেম্বর ২০১৪	জুন ২০১৫	সেপ্টেম্বর ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৫
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	১৬.১	১৫.৭	১২.৪	১৩.৩	১৫.০
নিট বৈদেশিক সম্পদ	৪১.২	৩৫.৪	১৮.২	২৩.৪	১৫.৮
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০.৩	১০.৯	১০.৭	১০.৩	১৪.৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.৬	১২.৩	১০.০	৯.৯	১৩.১
সরকারি খাত	৮.৯	১২.৭	- ২.৬	- ১.৪	৮.০
বেসরকারি খাত	১২.৩	১২.২	১৩.২	১২.৯	১৪.৩
রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৫	২৬.০	১৪.৩	১৩.২	১৬.৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- নিট অভ্যন্তরীণ ঋণসহ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের উপাদানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতি'র লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। তবে নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে।

ঘ.২ সুদের হার

লেখচিত্র ৪: রেপো, রিভার্স রেপো ও কলমানি রেট (গড়%)

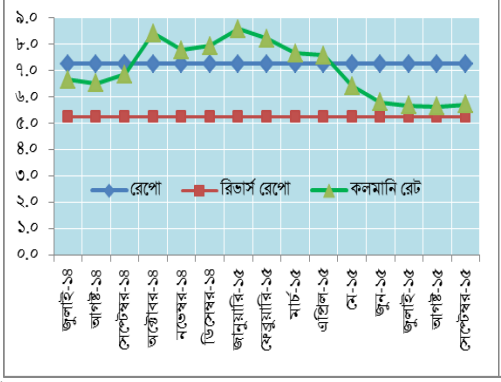

লেখচিত্র ৫: আমানত ও ঋণের সুদ এবং সুদের হার ব্যবধান (ভারিত গড় %)

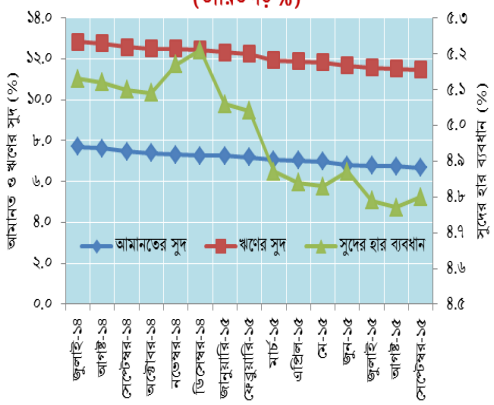

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান (spead) সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে ৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে;

- তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়ে ৬.৭ শতাংশে নেমে আসে, বিগত অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে এ হার ছিল ৭.৫ শতাংশ;
- ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর, ২০১৪ এর ১২.৬ শতাংশ হতে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ১১.৫ শতাংশে নেমে আসে;
- জানুয়ারি ২০১৫ শেষে কল মানি হার ৮.৬ শতাংশে উন্নীত হলেও সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ৫.৭ শতাংশে নেমে আসে;
- রেপো ও রিভার্স রেপো রেট যথাক্রমে ৭.২৫ ও ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

ঙ. বৈদেশিক খাত

ঙ.১ রপ্তানি পরিস্থিতি

সারণি ১০: আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি

খাত	২০১৪- ১৫	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
		২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬
১	২	৩	৪
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৩১২০৮.৯৪	৭৬৯৫.১০	৭৭৫৮.৯৯
প্রবৃদ্ধি (%)	৩.৩৯	০.৮৮	০.৮৩
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৪৫১৯০.২০	১১১১৭.০০	১০১৬৮.৯০
প্রবৃদ্ধি (%)	১১.২৬	১৩.৬৮	- ৮.৫৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়কালে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ০.৮৩ শতাংশ;
- আমদানি ব্যয় কমেছে ৮.৫৩ শতাংশ। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাথমিক পণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় আমদানি ব্যয় কমেছে।

ঙ.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১১: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০১৪- ১৫	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
		২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬
১	২	৪	৪
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	১৫৩১৬.৯৪	৪০১১.১১	৩৯৩৩.৬৪
প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৬৫	২২.৬৫	- ১.৯৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়কালে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১.৯৩ শতাংশ কম।

ঙ.৩ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১২: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০১৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	২১,৫০৭.৯৯	২১,৮৩৬.৬	২৫০২৫.৫	২৬৩৭৯.০	২০.৮০*
আমদানি মাস হিসেবে	৬.৬	৬.৫	৬.৭	৮.৪	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (* ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর তুলনায় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫- এর প্রবৃদ্ধি)

- চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ২৬ হাজার ৩৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে ৮.৪ মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব।

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১ মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৩: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০১৪- ১৫				২০১৫- ১৬			
	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়
সাধারণ	৭.০৪	৬.৯১	৬.৮৪	৭.২২	৬.৩৬	৬.১৭	৬.২৪	৬.২৪
খাদ্য	৭.৯৪	৭.৬৭	৭.৬৩	৮.৪৮	৬.০৭	৬.০৬	৫.৯২	৬.২৫
খাদ্য- বহির্ভূত	৫.৭১	৫.৭৬	৫.৬৩	৫.৩৪	৬.৮০	৬.৩৫	৬.৭৩	৬.২২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.২৪ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬.৮৪ শতাংশ;
- সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ১২ মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.২৪ শতাংশে, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৭.২২ শতাংশ;
- কৃষিখাতের সন্তোষজনক উৎপাদন, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস, সরকারের দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।